টিআইবি নিউজলেটার

বর্ষ ৫ সংখ্যা ৪ ডিসেম্বর ২০০১

দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সঠিক বাস্তবায়ন চাই

সম্পাদকীয়

ক্ষমতাসীন সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছিল রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে বিদ্যমান সীমাহীন দুর্নীতির অবসান ঘটানো ছাড়া উন্নয়ন ও জনকল্যাণের কোনো প্রয়াসই সফল হবে না। এ লক্ষ্যে তারা অঙ্গীকার করেছিল সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে ন্যায়পাল নিয়োগ, দুর্নীতি দমন বিভাগকে পুনর্গঠন করে দুর্নীতি দমন কমিশন নামে একটি সাংবিধানিক স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করবে। এছাড়া রাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সকল প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিসহ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য ও সমপর্যায়ের সকল ব্যক্তিদের সম্পদের হিসাব গ্রহণ ও প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতিও ছিল ক্ষমতাসীন দলের।

সমাজ ও রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি বিস্তারের কারণ প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব। বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসন ঔপনিবেশিক আমলের প্রশাসনিক ব্যবস্থারই উত্তরাধিকার। সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং দুর্নীতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা। জবাবদিহিতার কঠোর প্রয়োগ না থাকার কারণে প্রশাসনে ব্যাপক দুর্নীতি জেঁকে বসেছে।

ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির আরও একটা উলেখযোগ্য কারণ, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। বিশেষ করে, আর্থিক দিক দিয়ে এগুলো অতিমাত্রায় কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদে প্রতিটি প্রশাসনিক অংশের শাসনভার আইনানুগভাবে জনপ্রতিনিধিদের ওপর ন্যস্ত করার সুস্পষ্ট বিধান আছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি। স্থানীয় সরকারকে সক্রিয় করা না হলে এবং এ ক্ষেত্রে যথাযথ কার্যক্রমের স্বচ্ছ অর্থায়ন ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা না থাকলে জনস্বার্থ রহিত হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসবে। প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ এবং শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েম করা হলে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীলতা ও দুর্নীতি হ্রাস পাবে।

প্রশাসনে নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ এবং বেতন-ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রেও বৈষম্য বিরাজমান। প্রশাসন যেহেতু জনগণকে উন্নত সেবা প্রদানের জন্য নিয়োজিত, সেজন্য এর নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের অফিস এবং দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মতো জবাবদিহিতা নিশ্চিতকারী বিভিন্ন পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোকে (ওয়াচডগ এজেন্সি) বিভিন্ন চাপের মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। বিচার বিভাগ কিংবা পুলিশ বিভাগ কেউই এই অদৃশ্য চাপের প্রভাবমুক্ত নয়। একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা। সংসদীয় গণতন্ত্রের অনেক দেশে যেমন: নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, যুক্তরাজ্যে ন্যায়পালের কার্যালয় প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভালভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশের সংবিধানে ন্যায়পালের বিধান থাকলেও এখনও ন্যায়পালের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্রুততম সময়ের মধ্যে ন্যায়পাল নিয়োগ করা হলে প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কাজ অগ্রসর হতে পারে।

একটি জন প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও সাফল্য নির্ভর করে তার বিশ্বস্ততার ওপর। বিভিন্ন কারণে দুর্নীতি দমন ব্যুরো সেই বিশ্বস্ততা হারিয়ে ফেলেছে বলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয়। দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগসমূহের প্রাথমিক অনুসন্ধান এবং পরবর্তী তদন্তকার্য সম্পন্ন করতে বিভিন্ন কারণে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়, অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা যায়। এ অবস্থায় দুর্নীতি দমন বিভাগকে পুনর্গঠন করে দুর্নীতি দমন কমিশন নামে একটি সাংবিধানিক স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করার যে অঙ্গীকার ক্ষমতাসীন দল করেছিল তা আমাদের দেশের বাস্তবতায় একান্ত প্রয়োজন। অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকংসহ বিশ্বের অনেক দেশেই দুর্নীতি রোধে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। রাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সকল প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিসহ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সমপর্যায়ের সকল ব্যক্তির সম্পদের হিসাব গ্রহণ ও প্রকাশ করার যেসব প্রতিশ্রুতি ক্ষমতাসীন দল দিয়েছেন আমরা আশা করব কালক্ষেপণ না করে সরকার সেসব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি একে একে বাস্তবায়ন করবে। আর তা করা হলে দেশে দুর্নীতি রোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। সাথে সাথে উন্নয়নের পথও প্রশস্ত হবে।

চট্টগ্রামে দুর্নীতি রোধ, সুশাসন ও টিআইবির ভূমিকা শীর্ষক মুক্ত আলোচনা

চট্টগ্রামে দুর্নীতি রোধ, সুশাসন ও টিআইবির ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা

প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ যে দুর্নীতি গেঁড়ে বসেছে তা রাতারাতি উপড়ে ফেলা কোনোমতেই সম্ভব নয়। এজন্য জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও এর উদ্যোগে গঠিত ফ্রেন্ডস্ অব টিআইবি চট্টগ্রাম আয়োজিত এক মুক্ত আলোচনায় বক্তারা একথা বলেন। গত ১৩ নবেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টায় চট্টগ্রাম আঞ্চলিক লোক প্রশাসন কেন্দ্রে *দুর্নীতি রোধ সুশাসন ও টিআইবির ভূমিকা* শীর্ষক এ মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। এরপর একই সংগঠনের মোহাম্মদ ইমাম উদ্দিন *দুর্নীতি রোধ সুশাসন ও নাগরিক সমাজের ভূমিকা* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বিষয়ের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে চট্টগ্রাম চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্টিজ-এর সভাপতি ফরিদ আহমেদ চৌধুরী বলেন, প্রশাসনে নিয়োগ-বদলি করে দুর্নীতি রোধ করা যাবে না। দুর্নীতি রোধ করতে হলে পুরো সিস্টেমের পরিবর্তন দরকার। এজন্য জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে, যাতে গণতান্ত্রিক সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যায়। চেম্বার্স সভাপতি অবিলম্বে ন্যায়পাল নিয়োগ, দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে ন্যায়পালের অধীনে ন্যস্ত, অফিসিয়াল সিক্রেট্স এ্যাক্ট বাতিল, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণসহ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ওবায়দুল করিম বলেন, দুর্নীতি রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে রাজনৈতিক অঙ্গীকার আদায়ের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সৎ লোকদের পুরস্কার, দুর্নীতিবাজদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক না রাখা- এটা করতে পারলে দুর্নীতি অনেক কমে যাবে। অ্যাডভোকেট সুনীল সরকার সমাজ থেকে কিভাবে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করা যায় সে ব্যাপারে সবাইকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। আলোচনায় অন্যান্যদের মধ্যে অংশ নেন, আনোয়ারুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট মোঃ জাকের, সাংবাদিক এম নাসিরুল হক, ড. নিজাম উদ্দিন আহমেদ, নুরুল ইসলাম, এয়াকুব আলী, ইকবাল ফারুক, ফারহানা সিরাজ, কামরুন নাহার প্রমুখ। বক্তাদের

এডিবি-ওইসিডি সম্মেলন

বাংলাদেশসহ ১৭টি দেশের দুর্নীতি-বিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (OECD)-এর উদ্যোগে জাপানের রাজধানী টোকিওতে গত ২৮ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত তৃতীয় এডিবি-ওইসিডি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে এবং অন্য ১৬টি দেশের সাথে দুর্নীতি-বিরোধী কর্মসূচি (Anti-Corruption Action Plan) বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলো মনে করে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য নিরসনে বাধা সৃষ্টি করছে। এজন্য এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দুর্নীতির বিস্তার রোধে বাংলাদেশসহ ১৬টি দেশ এই পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই পরিকল্পনার আওতায় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পদ্ধতি প্রবর্তন, ব্যবসায় সততার উন্নয়ন, উৎকোচ-বিরোধী ব্যবস্থা জোরদার, জনসম্পৃক্ত কর্মকান্ডে সমর্থন দান এবং সরকারি প্রকল্পগুলোতে উৎকোচ বন্ধসহ দুর্নীতি রোধে বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যাপারে বার্ষিক আলোচনায় প্রত্যেক সরকারকে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। যেসব দেশ দুর্নীতিবিরোধী কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, কুক আইল্যান্ড, ফিজি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, কিরগিজ রিপাবলিক, মালয়েশিয়া, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপাইন, সামোয়া, সিঙ্গাপুর এবং ভানুয়াতু।

সম্মেলনে এডিবির কৌশল ও নীতি বিভাগের পরিচালক সুজি নিশিমতু বলেন, এ অঞ্চলের দেশগুলো দুর্নীতি রোধে যৌথভাবে একই কৌশল প্রনয়ণ করবে। রাজনৈতিক দলের সরকার তাদের রাজনৈতিক ইচ্ছার কথা জনসমক্ষে ঘোষণা করবে এবং নীতিগত সংস্কার বাস্তবায়ন করবে। প্যাসিফিক বিজনেস ইকোনমিক কাউন্সিলের সেক্রেটারি জেনারেল রবার্ট জি লিস সম্মেলনে বলেন, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্যান্সারের মতো দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ছে; যা ব্যবসায়িক কর্মকান্ড তথা উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে।

জাপান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় দেড়শ' প্রতিনিধি যোগ দেন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান সম্মেলনে যোগ দেন। ২৯ নভেম্বর তিনি একটি সেশনে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন তথ্যমন্ত্রী আবদুল মইন খান।

এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অন্য ১৫টি দেশের সাথে বাংলাদেশ দুর্নীতিবিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অভিনন্দন জানায়। টিআইবি মনে করে দুর্নীতি রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। দুর্নীতিবিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ দুর্নীতি রোধে একটি কার্যকর পদক্ষেপ নিল।

বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে দুর্নীতি একটা অন্যতম বাধা। সমাজ থেকে দুর্নীতি রোধ করতে হলে প্রথমে জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। নির্বাচনের আগে দেশে দুর্নীতি নিয়ে যেভাবে আলোচনা হলো তাতে বড় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করার অঙ্গীকার করেছিল। এখন আবার জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। সভা পরিচালনা করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ ইয়াহ্ইয়া আকতার। চট্টগ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দর্শক-শ্রোতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, দেশে দুর্নীতিবিরোধী একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ফ্রেন্ডস্ অব টিআইবি গঠিত হচ্ছে। দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নাগরিক সমাজকে সচেতন করার জন্য ফ্রেন্ডস্ অব টিআইবি কাজ করবে। এর সদস্যগণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে টিআইবিকে সহায়তা করবেন। ফ্রেন্ডস্ অব টিআইবির সদস্যগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন। বিভিন্ন কার্য পরিচালনার জন্য টিআইবি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য ও ধারণা দান করবে এবং কার্য পরিচালনায় উৎসাহিত করবে।

টিআইবি'র গণনাট্যদলের প্রযোজনা কেন্দ্রিক
প্রথম নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সচেতন নাগরিক কমিটি (সিসিসি) ময়মনসিংহ সদর-এর সহায়তায় টিআইবি ১৮ সদস্যের একটি গণনাট্যদল গঠন করে। টিআইবি'র গণনাট্যদলের প্রযোজনা-কেন্দ্রিক প্রথম নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় গত ৫ অক্টোবর থেকে ময়মনসিংহ উদীচী জেলা শাখার মিলনায়তনে। কর্মশালায় দলের সব সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তিনদিনব্যাপী এই কর্মশালার মুখ্য প্রশিক্ষক ছিলেন জনপ্রিয় নাট্যদল 'ঢাকা পদাতিক'-এর সদস্য মাহবুবা হক কুমকুম। তাকে সার্বিকভাবে সহায়তা করেন টিআইবির সদস্য কামাল হোসেন মিন্টু। টিআইবি জয় প্রকাশ সরকারকে নাটকের পান্ডুলিপি নির্মাণ এবং নাট্য নির্দেশক হিসেবে নিয়োগ করে। কর্মশালার সূচনাপর্বে উপস্থিত ছিলেন সচেতন নাগরিক কমিটি ময়মনসিংহ সদরের সদস্য অধ্যাপক যতীন সরকার ও শরীফুজ্জমান পরাগ।

তিনদিনব্যাপী এই প্রযোজনা কেন্দ্রিক প্রথম নাট্য কর্মশালায় শরীর ও মনঃসংযোগ, স্বর প্রক্ষেপণ, উদ্ভাবনী শক্তি, পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন, অভিনয়, চরিত্র নির্মাণ এবং পান্ডুলিপি নির্মাণের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মূল কর্মশালা শেষে ৮ অক্টোবর থেকে ১৫ দিনব্যাপী গণনাট্যদলের পান্ডুলিপি নির্মাণ, নির্দেশনা ও মহড়ার কাজ চলে।

প্রথম প্রযোজনা 'বাঘের গপ্পো'র উদ্বোধনী প্রদর্শনী

গণনাট্যদলের প্রথম প্রযোজনা 'বাঘের গপ্পো'র উদ্বোধনী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৪ নবেম্বর (রোববার) বিকেল চারটায় ময়মনসিংহ সাহেব কোয়ার্টার পার্ক মুক্তমঞ্চে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং সচেতন নাগরিক কমিটি, ময়মনসিংহ সদর-এর সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক যতীন সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে এই গণনাটকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন, 'সারা বিশ্বেই থিয়েটারের ধারণা পাল্টেছে, এর আঙ্গিকগত পরিবর্তনও এসেছে।' দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ার লক্ষ্যে টিআইবি'র গণনাট্যদলের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এই দলে যারা কাজ করছে তারা বয়সে তরুণ, উদ্যমী এবং ভালো কাজের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি টিআইবি'র গণনাট্যদলের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে টিআইবি'র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন টিআইবি'র কর্মসূচি কর্মকর্তা একরাম হোসেন। প্রথম প্রযোজনার পান্ডুলিপি নির্মাণ ও নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেন জয় প্রকাশ সরকার। টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসানসহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ সচেতন নাগরিক কমিটি'র সদস্য শরীফুজ্জামান পরাগ, শেখ বাহার মজুমদার, কানিজ গোফরানী কোরায়েশী প্রমুখ। প্রদর্শনীতে শহরের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং পাঁচশতাধিক উৎসাহী দর্শক উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, দুর্নীতিবিরোধী একটি নতুন জাগরণ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টায় টিআইবি'র গণনাট্যদল সারাদেশে তাদের বিভিন্ন প্রযোজনার প্রদর্শনী অব্যহত রাখবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর বার্ষিক সাধারণ সভা এবং

দশম আন্তর্জাতিক দুর্নীতি-বিরোধী সম্মেলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)-এর বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৬ অক্টোবর চেক রিপাবলিক-এর রাজধানী প্রাগে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আগতদের উদ্দেশে আয়োজিত উদ্বোধনী ভোজসভা এবং টিআই চেয়ারম্যান ড. পিটার আইগেন কর্তৃক গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট ২০০১-এর প্রকাশনার মাধ্যমে গত ৫ অক্টোবর অনানুষ্ঠানিকভাবে এই সভার উদ্বোধনী কার্যক্রম শুরু হয়। রবিন হডেস, জেসি বেনফিল্ড, ও টবি ওলফ-এর সম্পাদিত ৩১৪ পৃষ্ঠার গ্লোবাল করাপশন রিপোর্টটি টিআই-এর প্রকাশনায় নতুন সংযোজন। টিআই এধরনের রিপোর্টের বার্ষিক প্রকাশনার আশা করছে। গ্লোবাল করাপশন রিপোর্টে কিছু বিষয়ের ওপর বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

যেমন রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থায়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতি: একটি বিশ্বমানের উদাহরণ, ঘুষ বিরোধী কনভেনশনের বাস্তবায়ন: ওইসিডি'র একটি আধুনিক সংস্করণ, কালোবাজারী: প্রাইভেট ব্যাংকিং, আন্তর্জাতিক হীরক ব্যবসায় স্বচ্ছতা এবং আরও বিভিন্ন দেশের ওপর বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী সংযোজনা।
(http://www.globalcorruptionreport.org)

একদিনের এ বার্ষিক সভাটি তিনটি পূর্ণাঙ্গ সেশনে বিভক্ত ছিল। প্রথম সেশনে সভাপতিত্ব করেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. কামাল হোসেন। এই সেশনে টিআই চেক রিপাবলিকের মেরি বোহেতা সুন্দর শহর প্রাগে আসার জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। টিআই-এর চেয়ারম্যান ড. পিটার

সংবাদপত্রের পাতা থেকে

পুলিশকে টাকা দিলে সব বৈধ

দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন রুটে পুলিশ থেকে নগদ টাকায় টোকেন নিয়ে যানবাহনগুলো চালানো হয়। এসব যানবাহনগুলোর অধিকাংশের কোনো ফিটনেস নেই, নেই কোনো বৈধ কাগজপত্র। গাড়ির চালকরা লাইসেন্সের ধার ধারে না। নিজেদের ইচ্ছামত গাড়ি চালায়। ফলে অহরহ দুর্ঘটনা ঘটছে।

সূত্র ঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ অক্টোবর, ২০০১

ইঞ্জিন ও লোকো শেড থেকে তেল পাচার

রেল জংশন আখাউড়ায় ইঞ্জিন ও লোকো শেড থেকে তেল পাচার ব্যাপারটা ওপেন সিক্রেট। সঙ্ঘবদ্ধ একটি চক্র অবাধে ডিজেল তেল পাচার করছে। লোকো শেডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহায়তায় ড্রাইভাররা ট্যাংকিতে বেশি করে তেল ভরে নেয়। ইঞ্জিনগুলো লোকো শেড থেকে বের হয়ে অডিট সিগন্যালের কাছে পৌঁছা মাত্রই তেল পাচারকারী দল ড্রাম, তেলের টিন নিয়ে হাজির হয়। তারপর সবার চোখের সামনে ড্রাইভার ও রেল বিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহায়তায় ইঞ্জিনের ট্যাংকি থেকে পাইপ লাগিয়ে ডিজেল বের করে তা বিক্রি করে দেয়। স্থানীয় হাটবাজারের দোকানগুলোতে পাইকারি তেল বিক্রি করা হয় বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে।

সূত্র ঃ দৈনিক মানবজমিন, ১৬ অক্টোবর, ২০০১

বিদ্যুত বিতরণ বিভাগে হরিলুট

নগদ টাকায় বিদ্যুৎ বিক্রি , সিস্টেম লস, বকেয়া তামাদি করে দিয়ে কক্সবাজার বিদ্যুৎ বিতরন বিভাগে হরিলুট চলছে। বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা এখানে বৈধর চেয়ে অবৈধই বেশি। মিটার টেম্পারিং করছে বিদ্যুৎ কর্মীরাই। বরফকল চালানো হয় নগদ টাকায় বিদ্যুৎ কিনে। সাধারণ গ্রাহকদের ভুতুড়ে বিল চাপিয়ে দিয়ে এখানকার বিদ্যুত কর্মীরা দুর্নীতির সাগরে পরিণত করেছে। পিডিবি কর্মীদের নগদ টাকা না দিলে মোটা অংকের ভুতুড়ে বিল চাপানো হচ্ছে। এতে বাধ্য হয়ে সাধারণ গ্রাহক ধীরে ধীরে অনিয়মে বাধ্য হচ্ছে।

সূত্র ঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ অক্টোবর, ২০০১

রোগীদের জিম্মি করে ডাক্তারদের কমিশন আদায়

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্মরত ডাক্তার ও ওয়ার্ডবয়রা সাধারণ রোগীদের জিম্মি করে তাদের স্বজনদের কাছ থেকে কমিশন আদায় করছেন। ডাক্তাররা গড়ে প্রতিদিন ১৫/২০ জন রোগীকে

আইগেন এবং টিআই কানাডার ড. ওয়েসলি ক্রাগ দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এগুলোর শিরোনাম ছিল 'এসিভমেন্ট অ্যান্ড টাস্ক অব টি আই' এবং 'টি আই'স কোড অব এথিক্স'। টিআই-এর অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান টুনকু আবদুল আজিজ দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ সেশনে সভাপতিত্ব করেন। এই সেশনে ড. দেবেন্দ্র রাজ পান্ডে 'দ্যা প্রসেস এন্ড ক্রাইটেরিয়া ফর দ্যা এক্রিডিটেশন রিনিউয়াল'-এর ওপর আলোচনা করেন। মিগেল স্লুস 'টিআই টুলকিট' নিয়ে আলোচনা করেন। জেরেমি পোপ এবং মনজুর হাসান আলোচনা করেন 'সিপিআই ২০০১' নিয়ে।

মধ্যাহ্নভোজের পর সভা বিভিন্ন ওয়ার্কশপে বিভক্ত ছিল। যেমন টিআই-এর গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট, দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমের বিভিন্ন টুলকিট, টিআই-এর কোড অব এথিকস, নিউ এক্রিডিটেশন প্রসেস, অনলাইনে দুর্নীতি গবেষণা ও তথ্য ব্যবস্থা এবং টিআই-এর মূল্যায়ন পদ্ধতি। সমাপনী সেশনটি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর সদস্যদের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯৯৯ সাল এবং অন্যান্য বছরের মতো টিআই তার বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) সাথে ২ বছর পর পর আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী সম্মেলনের (আইএসিসি) যৌথ আয়োজন করে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এ বছর সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ৫ দিনব্যাপী ৭ থেকে ১১ অক্টোবর। এবারের সম্মেলন ১১৪টি ওয়ার্কশপে বিভক্ত ছিল। ওয়ার্কশপের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো ছিল: পাবলিক সেক্টর, আইনশৃঙ্খলা, প্রাইভেট সেক্টর, সিভিল সোসাইটি, শিক্ষা, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্প, অর্থ ব্যবস্থা, অঞ্চলভিত্তিক এবং বিভিন্ন উদ্ভাবনী বিষয়াদি। স্থানীয় সরকার বিষয়ক ওয়ার্কশপে (কাউন্টারিং করাপশন ইন লোকাল গভর্মেন্ট সার্ভিসেস নং-৪২) ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় দুর্নীতি রোধের ক্ষেত্রে সচেতন নাগরিক কমিটির কার্যক্রমের একটি কেইস স্টাডি উপস্থাপন করে। টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান 'ইনডিকেটর টু মনিটর দ্যা পারফরমেন্স অব ইনস্টিটিউশন: হোয়াট আর দে এন্ড হোয়াট ক্যান দে টেল আস?' শীর্ষক ওয়ার্কশপের (নং ৬৮) সভাপতিত্ব করেন। তিনি ড. গোপাকুমারের 'ইনক্রিসিং ইনফরমেশন একসেস টু ইম্প্রুভ পলিটিক্যাল একাউন্টেবিলিটি এন্ড পার্টিসিপেশন: মেকিং ফিউচার একশন ইন এশিয়া প্যাসিফিক' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় ১৩০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দেশের লোকজনের সঙ্গে মতবিনিময়ের জন্য এই সম্মেলন টিআইবির জন্য ছিল একটি অনন্য সুযোগ। দুর্নীতি বিরোধী এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অন্যান্য বাংলাদেশীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. কামাল হোসেন (টিআই উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান), যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী এবং সুশাসন বিষয়ক পরামর্শক মিস তাহমিনা রহমান, যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী এবং টিআইবি'র শুভাকাঙ্ক্ষী আবদুল মুকতাদির।

আলট্রাসনোগ্রাম ও সিটিস্ক্যান করাতে তাদের নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠাচ্ছেন। সরকারি নিয়মের তোয়াক্কা না করে এবং হাসপাতালের চেয়ে তিনগুণ বেশি টাকা দিয়ে রোগীদের বাইরে বিভিন্ন পরীক্ষা করাতে বাধ্য হচ্ছে। প্রতিবাদ জানালে রোগীদের চিকিৎসা না দিয়েই বিদায় করে দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সূত্র ঃ দৈনিক যুগান্তর, ২০ অক্টোবর, ২০০১

৯ কোটি টাকার কর ফাঁকি

গত আউশ সংগ্রহ অভিযানে উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার খাদ্য কর্মকর্তা ও চাউলকল মালিকগণ কারসাজি করে ৯ কোটি টাকার উৎস কর ফাঁকি দিয়েছে। প্রতিটি জেলার এলএসডি কর্মকর্তা চাউলকল মালিকগণকে উৎকোচের বিনিময়ে ৩ শতাংশ উৎস কর প্রদান হতে অব্যহতি দেন। অথচ সরকারি নিয়ম মোতাবেক ৩ শতাংশ উৎস কর কেটে রেখে বিল প্রদানের নিয়ম।

সূত্র ঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ অক্টোবর, ২০০১

৩ কোটি টাকার পেনালটি ঘাড়ে নিয়ে কর্মকর্তারা পালিয়েছে

যথাযথ গ্রাহক সেবা দানে ব্যর্থতা, সরকারের সাথে চুক্তি লঙ্ঘন এবং সর্বোপরি ব্যাপক দুর্নীতির কারণে প্রায় ৩ কোটি টাকার পেনালটি ঘাড়ে নিয়ে বিদ্যুতের রাজস্ব বিভাগের ঠিকাদার পাততাড়ি গুটিয়েছে। রাজস্ব বিলিং-এ ব্যাপক ঘাপলা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ না করা এবং সর্বোপরি সিকিউরিটির নামে গ্রহণ করা কয়েক লাখ টাকা আত্মসাৎ করার কারণে ভুক্তভোগী লোকজন তাদেরকে হন্তদন্ত হয়ে খুঁজতে শুরু করেছে। এই সুযোগে স্থানীয় পিডিবির লোকজনও ঠিকাদারের সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র একরকম লুটপাট করে এনেছে। ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল করা হয়েছে। মালিকদের টাকা ছাড়া উপায় থাকে না।

সূত্র ঃ দৈনিক ভোরের কাগজ, ৭ নভেম্বর, ২০০১

কর্মসংস্থান ব্যাংকে দুর্নীতি

কর্মসংস্থান ব্যাংক কুমিল্লা শাখায় চলছে তুঘলকি কারবার। সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম বাসা বেঁধেছে এখানে। এর ফলে বেকার যুবকরা হচ্ছেন হয়রানির শিকার। ঘুষ না দেয়ায় মঞ্জুরিকৃত ঋণ বাতিল করে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। বিরাজমান অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না।

সূত্র ঃ দৈনিক মানবজমিন, ২৩ অক্টোবর, ২০০১

দু'বছরে ৩ হাজার কোটি টাকা লোপাট

সড়ক ও জনপদ বিভাগে দুর্নীতি অনিয়মের মাধ্যমে মাত্র দু'বছরে ৩ হাজার ১০৩ কোটি ৬৯ লাখ ৪ হাজার ৩১৫ টাকা লোপাট করা হয়েছে। ক্যাশ থেকে নগদ টাকা চুরি, গুদামের মালামাল চুরি, দরপত্রে ঘাপলা ও নানা কাজের অতিরিক্ত বিল দেখিয়ে ১৯৯৬ থেকে '৯৮ সালের মধ্যে এই টাকা লুটপাট করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে এই বিপুল অংকের টাকা তি হলেও কারও বিরুদ্ধে কোনো বিভাগীয় বা ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়নি। গঠন করা হয়নি কোন তদন্ত কমিটি। শুধু এর সাথে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে গোপনে আদায় করা হয়েছে ৬৬ লাখ ৭০ হাজার ৫০১ টাকা।

সূত্র ঃ দৈনিক যুগান্তর, ২৪ অক্টোবর, ২০০১

ধানমন্ডি তহশিল অফিসে দুর্নীতি

ধানমন্ডি তহশিল অফিসে দুর্নীতি ও অনিয়ম চরমে পৌঁছেছে। রাজধানীর নীলক্ষেতে অবস্থিত তহশিল অফিসে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ জমিজমার ব্যাপারে যাতায়াত করে। কিন্তু একশ্রেণীর কর্মচারী এখানে আগত লোকদের নানাভাবে হয়রানি করে। উৎকোচ ছাড়া এখানে মিউটেশন সম্ভব নয়। প্রতিটি মিউটেশন করাতে অফিসের লোকজনদের দিতে হয় তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা। কাগজপত্রের জটিলতা দেখে মিউটেশনে টাকার পরিমাণ হাঁকা হয়। আর যারা টাকা দিতে পারে না তাদের বৈধ কাগজপত্রগুলো ফাইলবন্দি হয়ে যায়।

সূত্র ঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ নভেম্বর, ২০০১

টাকা ছাড়া কিছুই হয় না

এক অরাজকতা বিরাজ করছে আশাশুনী সেটেলমেন্ট অফিসে। টাকা ছাড়া কিছুই হয় না এখানে। বাদী-বিবাদী দু'পক্ষের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করে এক পক্ষকে জমির রেকর্ড এবং অপর পক্ষকে টাকা ফেরত দেয়া হয়। ঘুষ দিলেও কেউ মুখ খুলতে চায় না যদি তাদের জমির মালিকানা হারিয়ে যায় এই আশঙ্কায়। হাট-ঘাট ইজারার মতো উপ সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারদের অনুকূলে মৌজার ইজারা দেয়া হয়। ফলে সেটেলমেন্ট থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে জমির মালিকদের টাকা ছাড়া উপায় থাকে না।

সূত্র ঃ দৈনিক যুগান্তর, ৪ নভেম্বর, ২০০১

সিসিসি সদস্যদের জন্য অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং-এর চাহিদা নিরূপণ কর্মসূচি

মধুপুরে অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং-এর চাহিদা নিরূপণ কর্মসূচিতে সিসিসি সদস্যগনের সংঙ্গে প্রশিক্ষক

অ্যাডভোকেসি বিষয়ে সিসিসি সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও দুর্নীতি দমনে সফল অ্যাডভোকেসি পরিচালনার উদ্দেশ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সিসিসি সদস্যদের জন্য অ্যাডভোকেসি বিষয়ে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করে। সিসিসি সদস্যগণ সামাজিক জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে অ্যাডভোকেসি করেছেন। এ বিষয়ে তাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর অধীনে কীভাবে কোন বিষয়ের ওপর এডভোকেসি পরিচালনা করতে হয় সে সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা নেই। সিসিসি সদস্যগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে সফল অ্যাডভোকেসি পরিচালনায় যেসব সীমাবদ্ধতা তাদের রয়েছে অর্থাৎ সফল অ্যাডভোকেসি পরিচালনার জন্য সিসিসি সদস্যগণকে অ্যাডভোকেসির আর কি কি বিষয়ে জানতে হবে তা উদ্ঘাটন করে (Training Need Assessment) সিসিসি সদস্যগণের জন্য টিআইবি একটি 'টেইলর মেড' প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে টিআইবি এডভোকেসি বিষয়ক চাহিদা নিরূপণ (Need Assessment) ও পরবর্তীতে অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং-এর জন্য একটি মডিউল তৈরি করবে এবং এই মডিউল অনুযায়ী ২-৩ দিনের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

গত ৯ অক্টোবর টাঙ্গাইলের মধুপুর সিসিসি কার্যালয়ে সচেতন নাগরিক কমিটি মধুপুর-এ 'চাহিদা নিরূপণ কর্মসূচি' পরিচালনা করা হয়। এই কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান। কর্মসূচিতে সিসিসি মধুপুরের ৯জন সদস্য ও সেক্রেটারি, সিসিসি মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ-এর একজন সদস্য, সিসিসি নালিতাবাড়ীর সেক্রেটারি, অ্যাডভোকেসি বিষয়ক দুইজন প্রশিক্ষক, এবং এসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অফিসার অংশগ্রহন করেন।

অ্যাডভোকেসি বিষয়ক দুইজন প্রশিক্ষক হলেন *এনআরটি*'র ড. সানাউল মোস্তফা ও *সমতা* পাবনা'র নরেশ মধু।

ড. সানাউল মোস্তফা মূল কর্মসূচির প্রাথমিক পর্যায়ে বলেন যে, সিসিসি সদস্যগণ তাদের সামাজিক জীবনে অনেক অ্যাডভোকেসি প্রোগ্রাম করেছেন। এছাড়া সচেতন নাগরিক কমিটি কর্তৃক দুর্নীতি দমনে ইতোমধ্যে বিভিন্ন অ্যাডভোকেসি প্রোগ্রাম শুরু করেছে। এসব অ্যাডভোকেসি পরিচালনা করতে গিয়ে সিসিসি সদস্যগণ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তা তিনি উপস্থাপনের অনুরোধ করেন। সদস্যগণ তাদের সমস্যাগুলো একে একে সবার সামনে উপস্থাপন করেন।

সদস্যগণ যেসব সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা হচ্ছে, সিসিসি সদস্যদের সময়ের অভাব। তথ্য ও প্রশিক্ষণের অভাবের ফলে সিসিসি সদস্যদের দক্ষতার অভাব। আরও দক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব। তথ্য সরবরাহে সরকারি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা।আইনের অপপ্রয়োগের ফলে নিয়ন্ত্রণহীন পরিবেশ। জনগণের শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব। বেশি

সংসদ পর্যবেক্ষণ

সংসদীয় ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ হচ্ছে রাষ্ট্রের সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। জাতীয় সংসদ এবং সংসদীয় আচরণ বাংলাদেশে একেবারেই ভ্রূণ পর্যায়ে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জাতীয় সংসদ এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ-এর একটি কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। গত ২৮ অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ এর প্রথম অধিবেশন থেকে টিআইবি এ কার্যক্রম শুরু করে। এর আওতায় জাতীয় সংসদে স্পিকারের ভূমিকা, সংসদীয় কমিটিগুলোর কার্যক্রম, সংসদে পাশকৃত বিল, সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি এবং ভূমিকাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে। প্রতিটি অধিবেশন সমাপ্তির পর এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

মুক্তাগাছায় টিআইবির উদ্যোগে প্রার্থী-পরিচিতিমূলক রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ অনুষ্ঠান

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও এর উদ্যোগে গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি-সিসিসি গত ২৫ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার বিকেল ৫:০০ টায় প্রার্থী-পরিচিতিমূলক 'সঠিক প্রার্থী নির্বাচন করুন'(Choose the Right Candidate) শীর্ষক রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ উপলক্ষে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় এক সভার আয়োজন করে। জনগণের কাছে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কর্ণধার–এমপিদের স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার স্বার্থে এবং ভোটারদের কাছে প্রার্থীদের পরিচয় আরও ভালভাবে তুলে ধরার জন্য টিআইবি ও সচেতন নাগরিক কমিটি এই সভার আয়োজন করে। রিপোর্ট কার্ডে মুক্তাগাছার (ময়মনসিংহ-৫) সকল প্রার্থীর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক পরিচিতি, সামাজিক সম্পৃক্ততা, দেশ ও এলাকার সমস্যা সম্পর্কে অবগতি, নির্বাচনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য ও বাজেট, নির্বাচিত না হলে ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরা হয়।

আওয়ামী লীগ, চারদলীয় ঐক্যজোটসহ সকল দলের প্রার্থীগণ রিপোর্ট কার্ডে তাদের নিজ নিজ বক্তব্য তুলে ধরেন। মুক্তাগাছা পৌর পাঠাগার মিলনায়তনে সচেতন নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রার্থী-পরিচিতিমূলক রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত ব্যতিক্রমধর্মী এই সভায় প্রচুর সংখ্যক দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। এতে বক্তব্য রাখেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান, ময়মনসিংহ সদর সিসিসির সদস্য অ্যাডভোকেট এ এইচ এম খালেকুজ্জমান, ওয়ার্কার্স পার্টির পরেশ চন্দ্র সাহা, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের বিশ্বজিৎ নন্দী, মুক্তাগাছার সিসিসির সদস্য অধ্যক্ষ স্বপন কুমার দাস ও অ্যাডভোকেট শরাফউদ্দিন প্রমুখ। বক্তাগণ প্রার্থীদের সম্পর্কে রিপোর্ট কার্ড প্রকাশের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তারা বলেন এতে রাজনৈতিক নেতা ও ভবিষ্যৎ এমপিদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসনের ক্ষেত্রে সমমত সৃষ্টি হবে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

আলোচনা সভা শেষে প্রার্থী সম্পর্কিত রিপোর্ট কার্ড বিলি করা হয়। এই রিপোর্ট কার্ড উপজেলার ভোটারদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়, যাতে ভোটাররা প্রার্থী নির্বাচনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

দুর্নীতিগ্রস্তদের সমাজে দৃঢ় অবস্থান। গণতন্ত্র চর্চার অভাব। রাজনৈতিক প্রভাব। সমাজের প্রতিক্ষেত্রে মানুষের আস্থাহীনতা। সিসিসি ও টিআইবির সম্পর্ক অধিকতর সুদৃঢ় করা প্রভৃতি।

সিসিসি সদস্যগণকে জানানো হলো যে, তাদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে একটি মডিউল তৈরি করে শীঘ্রই এ বিষয়ে তাদেরকে একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। সিসিসি সদস্যগণ এতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেন।

সভায় উপস্থিতি ছিলেন মধুপুর সিসিসির আহ্বায়ক গোলাম ছামদানী, সদস্যদের মধ্যে জয়নাল আবেদীন, শ্রী কুমার গুহ নিয়োগী, তপন কুমার গুণ, আব্দুল লতিফ, সাইদুল ইসলাম, মিসেস রোকেয়া বেগম, শায়েখা মুহ্ছানা বিল্লাহ, গিয়াস উদ্দিন আহমেদ ও মুক্তাগাছার সিসিসি সদস্য এখলাছুর রহমান জুয়েল।

রিপোর্ট কার্ড প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীদের দলীয় কাজ উপস্থাপন

দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভার একাংশ

প্রশিক্ষণ কর্মশালা

টিআইবির মাঠ পর্যায়ে কর্মরতদের জন্য রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুতকরণ বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মধুপুর ব্র্যাকের ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার (টার্ক) এ ২০ নভেম্বর থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সচেতন নাগরিক কমিটির সেক্রেটারি, মাঠ কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণার্থীরা যাতে নিজেরাই অপরকে রিপোর্ট কার্ড বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিতে পারেন এবং একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিণার্থীরা দলীয়ভাবে মাঠ পর্যায়ে তিনটি পরীক্ষণমূলক রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করেন। টিআইবির রিসার্স অফিসার সাইদুর রহমান মোল্লা এবং প্রোগ্রাম অফিসার একরাম হোসেন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।

স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে মত বিনিময়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। গত ২৫ নবেম্বর টিআইবি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় বাংলাদেশে দুর্নীতি নিরসনে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন এর প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে বক্তারা উল্লেখ করেন। প্রস্তাবিত দুর্নীতি দমন কমিশন এর রূপরেখা কি হতে পারে এ ব্যাপারে তাঁরা পৃথক পৃথকভাবে অভিমত ব্যক্ত করেন। মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন টিআইবি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, এম হাফিজ উদ্দিন খান, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য মহব্বত খান, দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সাবেক মহাপরিচালক বদিউজ্জমান, পরিচালক মমিনুল হক এবং টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান।

ময়মনসিংহ সদর ও মধুপুরে ব্যতিক্রমধর্মী প্রার্থী পরিচিতি সভা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর উদ্যোগে গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি সিসিসি গত ২২ সেপ্টেম্বর, শনিবার সকাল ১০:০০ টায় একই সময়ে ময়মনসিংহ সদর এবং টাঙ্গাইলের মধুপুরে পৃথক দুটি ব্যতিক্রমধর্মী পরিচিতি সভার আয়োজন করে।

সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং ভোটারদের কাছে প্রার্থীদের পরিচয় আরও ভালভাবে তুলে ধরার জন্য টিআইবি 'সঠিক প্রার্থী নির্বাচন করুন' শীর্ষক এক রিপোর্ট কার্ড জরিপ পরিচালনা করে। এই জরিপের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত রিপোর্ট কার্ডে প্রার্থীদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক পরিচিতি, সামাজিক সম্পৃক্ততা, দেশ ও এলাকার সমস্যা সম্পর্কে অবগতি, নির্বাচনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য ও বাজেট, নির্বাচিত না হলে ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরা হয়। জরিপ রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ উপলক্ষে এই প্রার্থী পরিচিতি সভার আয়োজন করা হয়।

মধুপুর উপজেলা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এনামুল হক এনা। ব্যতিক্রমধর্মী এই অনুষ্ঠানে মধুপুর (টাঙ্গাইল-১) আসনের প্রার্থীরা একত্রিত হয়ে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার করেন, নির্বাচনে কোনক্রমেই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সমর্থন করবেন না। ৭ জন প্রার্থীর মধ্যে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ড. আবদুর রাজ্জাক, জাতীয় পার্টি (এ) মনোনীত প্রার্থী মিসেস ফাতেমা খান, স্বতন্ত্র প্রার্থী অধ্যাপক আবদুল গফুর মন্টু এক মঞ্চে তাদের নির্বাচনী ভাবনা নিয়ে মুক্ত আলোচনা করেন। তারা জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করেন এবং কোনো অবস্থাতেই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সমর্থন করবেন না বলে উপস্থিত সুধী মহলের সামনে অঙ্গীকার করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাও নির্বাচনী এলাকায় সহিংসতা রোধে প্রশাসনের কঠোর তৎপরতার কথা জানান। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সচেতন নাগরিক কমিটি মধুপুর শাখার আহ্বায়ক অধ্যাপক গোলাম ছামদানী এবং টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান।

ময়মনসিংহে প্রার্থী পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয় বার লাইব্রেরি মিলনায়তনে। সিসিসি'র আহ্বায়ক প্রফেসর শামসুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আওয়ামী লীগ, ৪ দলীয় জোটের প্রার্থীসহ মোট ৭ জন প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত প্রার্থীগণ হলেন, অধ্যক্ষ মতিউর রহমান (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ), জনাব দেলোয়ার হোসেন খান দুলু (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল), অনিল বন্ধু দাস (জাতীয় পার্টি-মঞ্জু), শেখ মো. সিদ্দিকুর রহমান কমল (বাসদ), নাসরিন মোনায়েম খান (স্বতন্ত্র), মো. শাহ্ আসাদুজ্জমান (কমিউনিস্ট পার্টি) মো. কাউসার হোসেন হারুন (স্বতন্ত্র)।

উভয় স্থানে অত্যন্ত আন্তরিক, সহনশীল পরিবেশে প্রার্থীরা স্ব স্ব বক্তব্য তুলে ধরেন। প্রার্থীরা নাগরিক কমিটির উদ্যোগে এ ধরনের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ এবং প্রার্থীদের এই সভায় সমবেত করে পরিচিতি সভা আয়োজনের প্রশংসা করেন। তারা বলেন, এ ধরনের উদ্যোগে প্রার্থীদের অনেক অর্থের সাশ্রয় হবে, পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার সম্পর্ক সৃষ্টি হবে এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে সহায়ক হবে। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের আসন গ্রহণ করার সাথে সাথে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা এ সময় মুহুর্মুহু করতালির মাধ্যমে প্রার্থীদেরকে অভিনন্দন জানান।

আলোচনা সভা শেষে প্রার্থী সম্পর্কিত রিপোর্ট কার্ড বিলি করা হয়। প্রার্থীদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতেই এই রিপোর্ট কার্ড তৈরি করা হয়। এই রিপোর্ট কার্ড উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ভোটারদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়, যাতে ভোটাররা সঠিক প্রার্থী নির্বাচনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। অদূর ভবিষ্যতে ভোটার সচেতনতার জন্য টিআইবি এই কার্যক্রমকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেবার প্রত্যাশা রাখছে।

চিঠিপত্র

রাজনৈতিক সদিচ্ছা

সংসদে যথাযথ ভূমিকা পালনের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। এর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মতভিন্নতা নিরসন, একত্রে কাজ করার মানসিকতা, সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, যৌক্তিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে বিভেদ দূর করা ও মিলেমিশে কাজ করাই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মূল কথা। গণতন্ত্রের চর্চা ছাড়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে না। প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির মধ্যে গণতন্ত্র স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হতে পারে না। রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে অত্যন্ত সময়োপযোগী সম্পাদকীয় প্রকাশের জন্য টিআইবি নিউজলেটারকে ধন্যবাদ।

মোঃ হাসান রেজা মামুন
স্টেডিয়াম রোড, ফেনী

বিচার বিভাগের সংস্কার জরুরি

দেশের বিচার ব্যবস্থা স্বতঃস্ফূর্ত ও নিরপেক্ষভাবে আইনের শাসন প্রবর্তন করতে পারছে না। বিচার ব্যবস্থার সততা, বিশেষ করে নিম্ন আদালতগুলোর সততা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। প্রভাব প্রতিপত্তির জালে বাধা পড়ে গেছে আইনি ব্যবসা। বিচার বিভাগ ও এর কার্যক্রম চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সাধারণ জনগণ থেকে দূরে থাকতে পারছে না। আর এগুলো ঘটছে কেবল বিচার বিভাগ দেশের নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয় বিধায়। এজন্য দরকার শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ। আমেরিকা ও ব্রিটেনের মত জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন (জেএসসি) গঠন। বিচার বিভাগের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

মহসিন চৌধুরী
চকবাজার, চট্টগ্রাম

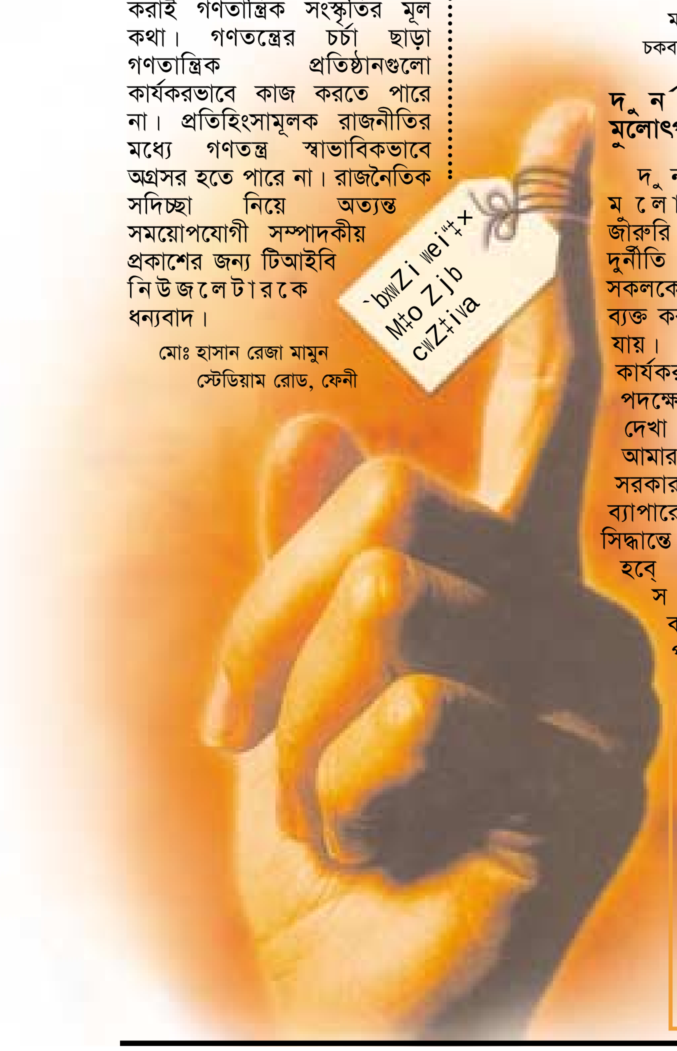

দুর্নীতির মুলোৎপাটন

দুর্নীতির মুলোৎপাটন জরুরি। দেশে দুর্নীতি নিয়ে সকলকে হতাশা ব্যক্ত করতে শোনা যায়। কিন্তু কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। আমার মনে হয় সরকারকে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে এবং সব রকম কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমরা এমন বাংলাদেশ চাই যে বাংলাদেশ হবে সব রকম অন্যায়, অনাচার, অনিয়ম, শোষণ ও বঞ্চনার উর্ধ্বে।

রফিকুল ইসলাম বাবুল
অফিসার, জনতা ব্যাংক
সিদ্ধিরগঞ্জ, ঢাকা

পুলিশের দুর্নীতি

দেশে সরকারের প্রণীত আইন কার্যকর ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন অন্যতম বিভাগ। সরকার পুলিশকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করায় ঘুষ বা চাঁদা আদায়ের মত পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। পুলিশের বৈধ আয় এবং তাদের সম্পদের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি। এর ফলে প্রতারণা ও দুর্নীতি বেড়ে চলছে। ঘুষ, নির্যাতন, বিধিসম্মতভাবে অভিযোগ নথিভুক্ত না করা, মাস্তান ও অপরাধীদের সঙ্গে যোগসাজশ এবং মাদক ব্যবসায়ী ও চোরাচালানীদের কাছ থেকে বখরা আদায় এগুলোই পুলিশের কাজ-এরকম একটি ধারণা জনগণের মধ্যে গড়ে উঠেছে। পুলিশের দুর্নীতি থেকে পরিত্রানের জন্য বিরাজমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুলিশ বাহিনীর আধুনিকায়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন
সাহেব বাজার, রাজশাহী

শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন

বাংলাদেশে শিার হার ক্রমাগত বাড়ছে। তবে সামগ্রিক বিচারে শিার মান উন্নত হয়নি। বছর বছর সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষিত ছেলেমেয়ের সংখ্যা বাড়ছে। অরাজকতায় ভরে উঠছে শিক্ষাক্ষেত্র। উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর কোন লক্ষণ নেই। প্রকৃত কোন শিক্ষানীতি দেশে কার্যকর নেই। ফলে শিক্ষা-ব্যবস্থায় দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস, জাল সার্টিফিকেট বিতরণ ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ছে। মান উন্নত কোন শিাই কার্যকর হতে পারছে না। শিক্ষার হার বাড়লেও শিক্ষা বিভাগে দুর্নীতির প্রকোপ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে বিগত কয়েক বছরে পরীক্ষায় নকল প্রবণতা খুব বেড়েছে। এজন্যে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি অনেকাংশে দায়ী। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষকরাও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা না হলে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়।

আমজাদ হোসেন
গির্দ্দা নারায়ণপুর
শেরপুর

বাংলাদেশ এক নম্বর

দুর্নীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের সর্বনিম্নে এটা জাতির জন্য খুবই দুঃখজনক। বাংলাদেশের গর্ব করার মতো অনেক কিছুই আছে। কিন্তু দুর্নীতির বিষয়টি আমাদের অনেক অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে। উন্নয়ন অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। আমার মনে হয় বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে না দেখে জাতীয় ভিত্তিতে দেখা উচিত। দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসা উচিত। দুর্নীতিবাজদের সামাজিকভাবে প্রতিহত করা এবং একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। হয়ত সেদিন বেশি দূরে নেই যখন বাংলাদেশ বিশ্বের এক নম্বর দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে স্থান করে নেবে।

সানাউল্লাহ সিকদার
৩/এম/১
জিগাতলা, ঢাকা

নাগরিক সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে

এটা সবারই জানা যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনীতিবিদ তাদের নিজস্ব স্বার্থে রাজনীতি করে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আমলাদের কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে এটা সম্ভব হচ্ছে। রাজনীতিবিদরা তাই বর্তমান রাজনৈতিক পদ্ধতিতে ব্যাপক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ও বিদ্যমান আইনগুলো পরিবর্তনে তেমন উৎসাহী নয়। পাশাপাশি আমলারাও এই সুযোগে তাদের নিজস্ব স্বার্থ আদায় করে নিচ্ছে। এসব অনৈতিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজ রুখে না দাঁড়ানো পর্যন্ত এ পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব নয়।

নাসরিন সিরাজ
সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

টিআইবি নিউজলেটার সম্পাদক- **মনজুর হাসান,** নির্বাহী সম্পাদক-**মোহাম্মদ ইমাম উদ্দিন, ১২১/ সি (৪র্থ তলা),** গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
টেলিফোন ও ফ্যাক্স : (+৮৮০-২) ৯৮৮৪৮১১, ৮৮২৬০৩৬, ই-মেইল : info@ti-bangladesh.org ওয়েবসাইট http://www.ti-bangladesh.org **SUBSCRIBE TIB'S BULLETIN - VISIT TIB'S WEBSITE**

কম্পিউটার গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা: গ্রীক লিমিটেড ৮৬২৪৬৭২